যুগান্তর

তারিখ 14 JUL 2003
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

রাজনৈতিক বিবেচনায় ডেপুটেশন

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের ১০ কর্মকর্তা সাত বছর ধরে একই পদে

চট্টগ্রাম ব্যুরো

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আশীর্বাদে রাজনৈতিক বিবেচনায় তিন বছরের জন্য ডেপুটেশনে নিয়োগ পেয়ে সাত বছর ধরে একই পদে এখনও আছেন তারা। চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে কমপক্ষে দশ কর্মকর্তা দখল করে আছেন এমন দশটি চেয়ার। ফলে নিয়মবহির্ভূতভাবে একই পদে অনেক বছর থাকার কারণে ব্যক্তিগত প্রভাব তৈরি হওয়ায় বোর্ডে বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়ম হচ্ছে হরহামেশাই।

১৯৯১ সালে বিএনপি প্রথম ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রচলন শুরু হয় রাজনৈতিক বিবেচনায় সরকারি আমলা-কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া। ১৯৯৬ সাল থেকে পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসিত সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। সেবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলেও শিক্ষা বোর্ডের উচ্চ পদে কর্মকর্তাদের ডেপুটেশনে নিয়োগের বিষয়টি দেখাশুনা করত শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক (ডিজি)

কর্মকর্তা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

কর্মকর্তা : একই পদে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অফিস। কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট আবার ক্ষমতায় আসে। তারা ক্ষমতায় এসেই দলীয় লোকদের আবার উচ্চ পদগুলোতে ডেপুটেশনে নিয়োগ দেয়া শুরু করে। নিয়মানুযায়ী কোন সরকারি কর্মকর্তাকে অন্য কোন সরকারি কিংবা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে তিন বছরের জন্য নিয়োগের বিধান রয়েছে। কিন্তু জোট সরকার চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে বিভিন্ন সেকশনে প্রায় দশজন কর্মকর্তাকে ডেপুটেশনে নিয়োগ দেয়। নিয়োগপ্রাপ্ত এসব কর্মকর্তাকে তাদের ডেপুটেশনের মেয়াদ আরও চার বছর আগে শেষ হলেও এখন পর্যন্ত সরানো কিংবা বদলি করা হয়নি। এছাড়া দলীয় লোক হওয়ায় তাদের ব্যাপারে কোন চিন্তাও করেনি জোট সরকার। একই পদে দীর্ঘদিন থেকে গেছেন তারা। ফলে অন্যদের ওপর এই কর্মকর্তাদের সৃষ্টি হয়েছে খুব বেশি প্রভাব। তাই সহজেই এসব কর্মকর্তা বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতি করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন।

বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান প্রধান বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদে প্রফেসর আলী হোসেন ২০০৩ সালে তিন বছরের জন্য নিয়োগ পান।